উৎপাদন ব্যয়

ইউনিট ৯

ভূমিকা

কোন দ্রব্য উৎপাদন করতে গেলে উৎপাদনকারীকে বিভিন্ন উপাদান সংগ্রহ করে সেগুলো ব্যবহার করতে হয়। উপাদানসমূহ উৎপাদন কাজে লাগাতে তাকে যে খরচ হয় এটাকে উৎপাদন ব্যয় বলে। অর্থনীতিতে উৎপাদন খরচের ধারণাটি বিভিন্ন অর্থে (যেমন, আর্থিক ব্যয়, প্রকৃত ব্যয় ও উৎপাদনের সুযোগ ব্যয়) ব্যবহৃত হয়। এসব ব্যয় ধারণা স্বল্পকালীন, দীর্ঘকালীন, স্থির ও পরিবর্তনশীল, মোট ব্যয়, প্রান্তিক ব্যয় ইত্যাদি আঙ্গিকে এ ইউনিটে আলোচনা করা হবে।

পাঠ-১ : উৎপাদন ব্যয়-স্বল্পকালীন ও দীর্ঘকালীন

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি -

- উৎপাদন ব্যয় বলতে কি বুঝায় তা বলতে পারবেন।
- উৎপাদনের আর্থিক ব্যয়, প্রকৃত ব্যয় ও সুযোগ ব্যয়ের ধারণাসমূহের মধ্যে পার্থক্য বর্ণনা করতে পারবেন।
- স্থির ব্যয় ও পরিবর্তনীয় ব্যয়ের মধ্যে তফাৎ কি তা বলতে পারবেন।
- স্বল্পকালীন ও দীর্ঘকালীন ব্যয়ের পার্থক্য বর্ণনা করতে পারবেন।

উৎপাদনের আর্থিক ব্যয়

কোন একটি দ্রব্য উৎপাদন করতে গেলে যন্ত্রপাতি, কাঁচামাল, মূলধন, শ্রমিক প্রভৃতি বিভিন্ন উপাদান প্রয়োজনানুযায়ী ক্রয় বা সংগ্রহ করতে হয়। এগুলি ক্রয় করতে যে পরিমাণ অর্থ ব্যয় করতে হয় সেটাই উৎপাদনের আর্থিক ব্যয়। এগুলো বিভিন্ন নামে অভিহিত করা হয়। যেমন জমি ব্যবহারের দাম খাজনা, শ্রমিকের পারিশ্রমিক মজুরি, মূলধনের জন্য দেয় সুদ এবং সংগঠনের পুরস্কারকে বলা হয় মুনাফা। অর্থাৎ বিভিন্ন উপাদানের সংগ্রহ মূল্যকে উৎপাদনের আর্থিক মূল্য বলে। এই আর্থিক ব্যয়কে দু'ভাগে ভাগ করা যায়। যথা – দৃশ্যমান বা খোলা ব্যয় (Explicit cost) এবং অপ্রকাশ্য বা প্রচ্ছন্ন ব্যয় (Implicit cost)। যে উপাদানসমূহ বাজার থেকে ক্রয় করা হয় এবং অর্থের বিনিময়ে পেতে হয় এগুলোকে দৃশ্যমান খরচ বলে। যেমন, মজুরি, সুদ, খাজনা, প্রভৃতি। অন্যদিকে, এমন কিছু উপাদান রয়েছে যেগুলি বাজার থেকে সংগ্রহ করা হয় না যেমন, নিজের এবং পরিবারের সদস্যগণের শ্রম ও মেধা এবং মূলধন প্রভৃতি। এগুলো কিনতে হয় না তাই ব্যয় হয় না; না থাকলে কিনতে হতো। উৎপাদকের এ ধরনের নিজস্ব উপাদানের খরচকে অপ্রকাশ্য বা প্রচ্ছন্ন ব্যয় বলে। অর্থনীতিতে এ দু'প্রকার ব্যয়

মিলিয়েই মোট ব্যয় ধরা হয়। তাছাড়া কোন প্রতিষ্ঠানের উৎপাদন অব্যাহত রাখার জন্য স্বাভাবিক মুনাফাকে খরচের বা ব্যয়ের অংশ হিসেবে বিবেচনা করা হয়। কারণ এই স্বাভাবিক মুনাফা না দিলে উৎপাদকের পক্ষে সংগঠন পরিচালনা বা উৎপাদন চালনার দায়িত্ব গ্রহণ করা সম্ভব হয় না।

উৎপাদনের প্রকৃত ব্যয়

কোন দ্রব্য উৎপাদনের লক্ষ্যে এর পেছনে যে উদ্যোগ, প্রচেষ্টা, ত্যাগ ও বেদনা বিজড়িত থাকে সেগুলোই হল ঐ দ্রব্য উৎপাদনের প্রকৃত ব্যয়। মার্শাল প্রমুখ অর্থনীতিবিদগণের মতে কোন দ্রব্য উৎপাদনের প্রকৃত খরচ হল ঐ উৎপাদনে নিয়োজিত মূলধন সঞ্চয়ের জন্য যে ত্যাগ স্বীকার করতে হয়, সংগঠককে যে ঝুঁকি বহন করতে হয়, শ্রমিককে যে মানসিক ও শারীরিক পরিশ্রম করতে হয়, ভূমি ব্যবহারের যে সুযোগ নিতে হয় এসবের সমষ্টি। অবশ্য, মার্শাল ও অন্যান্য ক্লাসিক্যাল অর্থনীতিবিদগণের মতে ভূমির প্রকৃত কোন খরচ নেই। ভূমি প্রকৃতির দান, ভূমির জন্য শ্রমের প্রয়োজন হয় না। কিন্তু আধুনিক অর্থনীতিবিদগণের মতে মূলধনের মতো ভূমিও উৎপাদনের উপাদান। ভূমি উন্নয়নে এবং ব্যবহারেরও ব্যয় আছে। উৎপাদনের জন্য বিভিন্ন উপাদানকে যে পরিশ্রম ও ত্যাগ স্বীকার করতে হয় তার সমষ্টি হল প্রকৃত খরচ। যেমন, কোন দ্রব্য উৎপাদন করতে গিয়ে শ্রমিক যে কষ্ট সহ্য করে তাই ঐ দ্রব্য উৎপাদনের শ্রমিকের প্রকৃত ব্যয়। মূলধন সৃষ্টি করতে নিয়ে মালিককে ভোগ থেকে বিরত থাকতে যে বেদনা ভোগ করতে হয় তাই মূলধনের প্রকৃত ব্যয়।

সমালোচনা : প্রকৃত ব্যয় তত্ত্বটি একটি অবাস্তব ধারণার উপর প্রতিষ্ঠিত। দ্বিতীয়ত: এই তত্ত্ব জমির খাজনার যুক্তিসঙ্গত ব্যাখ্যা দিতে পারে না। জমি ব্যবহারের জন্য খাজনা দিতে হয় কেন তার কোন ব্যাখ্যা এই তত্ত্বে পাওয়া যায় না।

সুযোগ ব্যয় (Opportunity Cost)

উৎপাদনের উপকরণগুলোর পরিমাণ শুধু সীমাবদ্ধ নয়, এদের বহু বিকল্প ব্যবহারও রয়েছে। কোন একটি উপাদান যখন একটি উৎপাদনের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয় তখন অন্য ক্ষেত্রে এর দ্বারা যে উৎপাদন হতে পারতো তা সম্ভব হয় না। তাই নির্দিষ্ট পরিমাণ উৎপাদনের উপাদানকে ব্যবহার করে কোন একটি দ্রব্য উৎপাদিত হয় বটে, কিন্তু এর দ্বারা অন্যান্য যে সকল উৎপাদন করা যেতো তা থেকে বঞ্চিত হতে হয়। এর অর্থ এই যে, একটি উপাদানের সাহায্যে একটি উৎপাদন করতে ঐ উপাদানের ব্যবহারে অন্যান্য উৎপাদনের সুযোগ ত্যাগ করতে হয়। এমতবস্থায়, কোন একটি দ্রব্য উৎপাদনের ফলে অন্যান্য যেসব দ্রব্য উৎপন্ন হতে পারলো না তা সে দ্রব্যটি উৎপন্ন হল তার সুযোগ খরচ। ধরা যাক, কোন একখণ্ড জমিতে ৫ মণ পাট বা ৫০ মণ ইক্ষু উৎপন্ন করা যায়। যদি ৫ মণ পাঠ উৎপন্ন করতে হয় তবে ৫০ মণ ইক্ষু উৎপন্ন ছেড়ে দিতে হয়। কিংবা যদি ৫০ মণ ইক্ষু উৎপন্ন করতে গেলে ৫ মণ পাট উৎপাদনের আশা ত্যাগ করতে হয়। তাই ৫ মণ পাটের সুযোগ খরচ হচ্ছে ৫০ মণ ইক্ষু কিংবা ৫০ মণ ইক্ষুর সুযোগ খরচ হচ্ছে ৫ মণ পাট। উৎপাদনের ব্যয়কে দু'ভাগে ভাগ করা যায় : ক. স্থির ব্যয় এবং খ. পরিবর্তনীয় ব্যয়।

ক. স্থির ব্যয় : কোন প্রতিষ্ঠানে উৎপাদন বেশি হোক বা কম হোক, বা সাময়িকভাবে উৎপাদন নাই হোক তা সত্ত্বেও উৎপাদককে প্রতিষ্ঠান টিকিয়ে রাখতে যে ব্যয় করতে হয় সেগুলোকে স্থির ব্যয় বলে। যেমন কারখানার জন্য বাড়ী ভাড়া, যন্ত্রপাতি, আসবাবপত্র, যন্ত্রপাতির ক্ষতিপূরণ, দীর্ঘকালীন ঋণের সুদ, সংস্থাপন এর জন্য ব্যয় স্থির ব্যয়ের অন্তর্গত। যতদিন কারখানাটিকে টিকিয়ে রাখতে চাইবেন ততদিন এ ব্যয় বহন করতে হবে।

খ. পরিবর্তনীয় ব্যয় : উৎপাদনের পরিমাণ বাড়া কমার সাথে সাথে যে সব ব্যয়ের পরিবর্তন হয় তাদেরকে পরিবর্তনীয় ব্যয় বলে। যেমন শ্রমিকের মজুরী, কাঁচামাল ক্রয় ইত্যাদি ব্যয় এই ধরনের ব্যয়।

স্বল্পকালীন ও দীর্ঘকালীন ব্যয়

স্বল্পকালীন ব্যয় বলতে এমন সব ব্যয় বুঝায় যখন উৎপাদক প্রতিষ্ঠান তার যন্ত্রপাতি, আসবাবপত্র বা ব্যবস্থাপনা ইত্যাদি পরিবর্তন করতে পারে না। বড় জোর পরিবর্তনীয় খরচগুলি যেমন, শ্রমিক, কাঁচামাল প্রভৃতির পরিমাণ হ্রাস বা বৃদ্ধি করতে পারে। অর্থাৎ উৎপাদনের পরিমাণ বৃদ্ধি করতে চাইলে শ্রমিক, কাঁচামাল প্রভৃতির পরিমাণ বৃদ্ধি করে, অন্যদিকে উৎপাদনের পরিমাণ কমাতে চাইলে এগুলোর পরিমাণ কমিয়ে ফেলে। সুতরাং স্বল্পকালীন সময়ে উৎপাদক প্রতিষ্ঠানের মোট ব্যয় হল এর মোট স্থির খরচ ও মোট পরিবর্তনীয় খরচের সমষ্টি।

দীর্ঘকালীন সময় বলতে এমন এক সময় বুঝায় যখন ঘর-বাড়ী, যন্ত্রপাতি প্রভৃতি স্থির খরচ সমেত সকল ব্যয়ই পরিবর্তন করা যায়। সুতরাং দীর্ঘকালীন সময়ে উৎপাদক প্রতিষ্ঠানের উৎপাদন ক্ষমতা হ্রাস বা বৃদ্ধি করা যায় বলে এ সময় সকল ব্যয়ই পরিবর্তনীয় অর্থাৎ এই সময় কোন স্থির খরচও পরিবর্তনীয়।

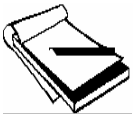

অনুশীলনী ৯.১

১. উৎপাদন ব্যয় বলতে কি বুঝায়? বিভিন্ন প্রকার উৎপাদন ব্যয় বর্ণনা করুন।

পাঠ- ২ : মোট ব্যয়, গড় ব্যয় ও প্রান্তিক ব্যয়

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- মোট ব্যয় বলতে কি বুঝায় তা বলতে পারবেন
- গড় ব্যয় ও প্রান্তিক ব্যয়ের পার্থক্য নির্দেশ করতে পারবেন।
- গড় ব্যয় ও প্রান্তিক ব্যয়ের পার্থক্য চিত্রের সাহায্যে দেখাতে পারবেন।

কোন দ্রব্য উৎপাদন করতে হলে উৎপাদনের বিভিন্ন উপাদান ব্যবহার করতে হয়। যেমন, উৎপাদককে জমি ক্রয় করতে হয়, কারখানার ঘর নির্মাণ করতে হয়। যন্ত্রপাতি স্থাপন করতে হয়,কাঁচামাল সংগ্রহ করতে হয়, শ্রমিক ও মূলধন নিয়োগ করতে হয় এবং আরো নানাবিধ উপকরণ ব্যবহার করতে হয়। যেমন, উৎপাদককে জমি ক্রয় করতে হয়, কারখানার ঘর নির্মাণ করতে হয়, যন্ত্রপাতি স্থাপন করতে হয়, কাঁচামাল সংগ্রহ করতে হয়, শ্রমিক ও মূলধন নিয়োগ করতে হয় এবং আরো নানাবিধ উপকরণ ব্যবহার করতে হয়। এ সব উপাদান সংগ্রহ করে উৎপাদন কাজে নিয়োগ করতে যে ব্যয় হয় তাকে উৎপাদনের ব্যয় বলে। সুতরাং একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ উৎপাদনের জন্য প্রয়োজনীয় উপাদান সংগ্রহ করে নিয়োগ করতে বা কাজে লাগাতে যে মোট ব্যয় হয় তাকেই উৎপাদনের মোট ব্যয় বলে। যেমন কোন একটি আসবাবপত্র তৈরীর কারখানায় নির্দিষ্ট পরিমাণ আসবাবপত্র (ধরা যাক ১০ খানি চেয়ার) তৈরীর জন্য মোট খরচকে মোট ব্যয় বলে। ধরা যাক, ১০০০ টাকা খরচ হয়েছে। এখানে মোট ব্যয়কে ১০ দিয়ে ভাগ করলে গড়ে প্রতি চেয়ার তৈরীর ব্যয় (১০০ টাকা) পাওয়া যাবে। তাই মোট ব্যয়কে উৎপাদনের পরিমাণ বা একক দিয়ে ভাগ করলে গড় ব্যয় পাওয়া যায়।

$$\text{গড় ব্যয়} = \frac{\text{মোট ব্যয়}}{\text{উৎপাদিত দ্রব্যের পরিমাণ}}$$

অন্যদিকে, উৎপাদনের প্রান্তিক ব্যয় হল একটি অতিরিক্ত একক উৎপাদনের ব্যয়। একটি দ্রব্যের সর্বশেষ একক বা অতিরিক্ত একটি একক উৎপাদনে যে পরিমাণ অধিক ব্যয় হয়, তাই সে দ্রব্যের প্রান্তিক ব্যয়। ধরা যাক, ১০টি বলপেন উৎপাদনে ব্যয় হয় ৪০.০০ টাকা। উৎপাদনের পরিমাণ আর একটি একক বাড়ানোর ফলে অর্থাৎ ১১টি বলপেনের উৎপাদনে মোট ব্যয় হয় ৪৫.০০ টাকা। এখানে অতিরিক্ত একটি বলপেনের জন্য ব্যয় হয়েছে ৪৫.০০ - ৪০.০০) ৫.০০ টাকা। এটাই হল প্রান্তিক ব্যয়। নিচের সারণীতে মোট, গড় ও প্রান্তিক ব্যয়ের সম্পর্ক দেখানো হল ঃ

উৎপাদন	মোট ব্যয়	গড় ব্যয়	প্রান্তিক ব্যয় (টাকা)
১	২০.০০	২০.০০	২০.০০
২	৩০.০০	১৫.০০	১০.০০
৩	৩৬.০০	১২.০০	৬.০০
৪	৪০.০০	১০.০০	৪.০০
৫	৫০.০০	১০.০০	১০.০০
৬	৭২.০০	১২.০০	২২.০০
৭	১০৫.০০	১৫.০০	৩৩.০০
৮	১৬০.০০	২০.০০	৫৫.০০

উপরের তালিকায় দেখা যাচ্ছে যে, উৎপাদন বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে মোট ব্যয়ের পরিমাণ বৃদ্ধি পাচ্ছে। মোট ব্যয়কে উৎপাদনের একক দ্বারা ভাগ করলে গড় ব্যয় পাওয়া যাচ্ছে। অপরপক্ষে উৎপাদন এক একক বৃদ্ধি করার ফলে মোট ব্যয় যে পরিমাণ বাড়ছে এটাই হল প্রান্তিক ব্যয়। লক্ষণীয় যে, গড় ব্যয় প্রথমদিকে বেশি ছিল তা হ্রাস পায় এবং পরে ক্রমশঃ বৃদ্ধি পায়। প্রান্তিক ব্যয় প্রথমের তুলনায় এক একক উৎপাদন বৃদ্ধি পেলে দ্রুত হ্রাস পায় এবং পরে আবার দ্রুততার সঙ্গে বৃদ্ধি পায়।

গড় ও প্রান্তিক ব্যয়ের সম্পর্ক

গড় ব্যয় ও প্রান্তিক ব্যয়ের মধ্যে সম্পর্ক এই যে, উৎপাদনের পরিমাণ বৃদ্ধির ফলে যখন গড় ব্যয় কমতে থাকে তখন প্রান্তিক ব্যয় আরো দ্রুত গতিতে কমতে থাকে। অর্থাৎ এ পর্যায়ে গড় ব্যয় অপেক্ষা প্রান্তিক ব্যয় কম থাকে। উপরের তালিকা অনুযায়ী চতুর্থ একক দ্রব্য উৎপাদন পর্যন্ত গড় ব্যয় হ্রাস পাচ্ছে এবং এ পর্যায়ে প্রান্তিক ব্যয় ও হ্রাস পাচ্ছে এবং প্রান্তিক ব্যয় গড় ব্যয়ের তুলনায় আরো কম। ৫ম এককে গড় ব্যয় ও প্রান্তিক ব্যয় একই। কিন্তু ৬ষ্ঠ একক থেকে গড় ব্যয় আবার বৃদ্ধি পেতে থাকে এবং এ পর্যায়ে প্রান্তিক ব্যয় অধিক হারে বৃদ্ধি পেতে থাকে।

নিচে চিত্রে গড় ও প্রান্তিক ব্যয়ের সম্পর্ক দেখানো হল।

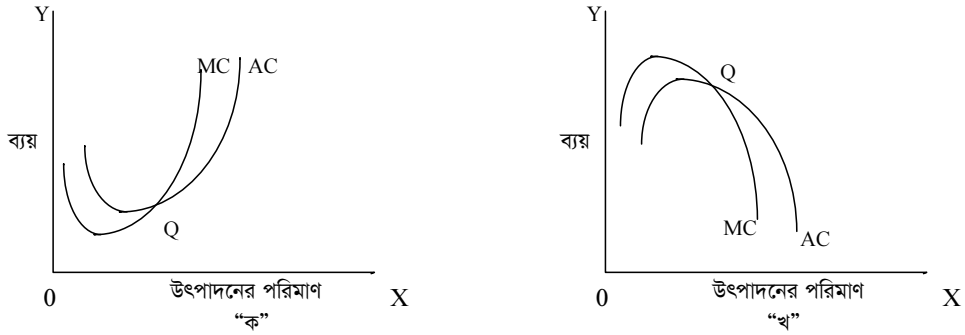

চিত্রে AC গড় ব্যয়ে রেখা এবং MC প্রান্তিক ব্যয় রেখা। গড় ব্যয় রেখা নিম্নগামী হলে প্রান্তিক ব্যয় রেখা আরো নিম্নগামী থাকে। অর্থাৎ এটি গড় ব্যয় রেখার নীচে থাকে। গড় ব্যয় রেখার সর্ব নিম্ন বিন্দু Q তে গড় ও প্রান্তিক ব্যয় পরস্পরের সমান হয়। Q বিন্দুর পর গড় ব্যয় রেখা AC উর্দ্ধগামী হয় এবং একই কারণে প্রান্তিক ব্যয় রেখাও উর্দ্ধগামী হয় এবং এটি গড় ব্যয় রেখার উপরে অবস্থান করে। 'ক' চিত্রে প্রান্তিক ব্যয় রেখা Q বিন্দুতে গড় ব্যয় রেখাকে ছেদ করে তুলনামূলকভাবে প্রবল গতিতে উপরে উঠে। গড় ব্যয় রেখা সাধারণত U আকৃতির হয় বলে প্রান্তিক ব্যয় রেখা গড় ব্যয় রেখার সর্বনিম্ন বিন্দুতে ছেদ করে উপরে উঠে যায়।

কিন্তু গড় ব্যয় রেখা যদি U আকৃতির না হয়ে উপুড় করা U (inverted U) এর মত হয় তবে প্রান্তিক ব্যয় রেখা গড় ব্যয় রেখার সর্বোচ্চ বিন্দুতে ছেদ করে নিচের দিকে নেমে আসবে। 'খ' চিত্রে তা দেখানো হয়েছে।

অনুশীলনী ৯.২

১. মোট ব্যয়, গড় ব্যয় ও প্রান্তিক ব্যয়ের সম্পর্ক চিত্রের সাহায্যে বর্ণনা করুন।

পাঠ ৩ : অভ্যন্তরীণ ও বহিঃস্থ ব্যয় সংকোচ

ভূমিকা

পূর্বের দুটি পাঠে উৎপাদন ব্যয় নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। উৎপাদনকারীকে অবশ্যই ব্যয় নির্ধারণ ও ব্যয় সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণের সময় উৎপাদনের আয়তনের বিষয়টিও বিবেচনা করতে হয়। অর্থাৎ শিল্প কারখানার উৎপাদন পরিধি কিরূপ হবে সে কথা বলা হচ্ছে। উৎপাদনের আয়তনকে সাধারণত দু'ভাগে ভাগ করা হয়। যথা- ১. বৃহদায়তন উৎপাদন এবং ২. ক্ষুদ্রায়তন উৎপাদন। কোন শিল্প প্রতিষ্ঠান যখন প্রচুর মূলধন, বহু যন্ত্রপাতি ও প্রচুর সংখ্যক শ্রমিক নিয়ে বেশি পরিমাণে দ্রব্য সামগ্রী উৎপাদন করে তখন তাকে বৃহদায়তন উৎপাদন বলে। অপরপক্ষে, ক্ষুদ্রায়তন উৎপাদন বলতে যে সকল শিল্প বা কারখানায় স্বল্প পরিমাণ শ্রম ও মূলধন নিয়োগের মাধ্যমে অল্প উৎপাদন করা হয় তাকে বুঝায়।

বৃহদায়তন উৎপাদক প্রতিষ্ঠানের এবং শিল্পের আয়তন বৃদ্ধি পাবার ফলে কতকগুলো ব্যয় সংকোচ ঘটে। এর ফলে উৎপাদনের ব্যয় বেশ হ্রাস পায়। শিল্পের আয়তন বৃদ্ধির দরুণ এবং কারিগরি জ্ঞানের অগ্রগতির ফলে এই ব্যয় সংকোচ সম্ভব হয়। আধুনিক বিশ্বের অনেক উন্নত দেশে অর্থনীতির প্রতিটি ক্ষেত্রে বৃহদায়তন উৎপাদনে ব্যয় সংকোচের ফলে উৎপাদনের সকল উপাদান, বিশেষ করে শ্রমের উৎপাদিকা শক্তি ক্রমাগত বৃদ্ধি পাচ্ছে। অধ্যাপক মার্শাল বৃহদায়তন উৎপাদনের ব্যয় সংকোচের সুবিধাগুলিকে দু'ভাগে ভাগ করেছেন, যথা (ক) অভ্যন্ত রীণ ব্যয় সংকোচ এবং (খ) বাহ্যিক ব্যয় সংকোচ।

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি

- উৎপাদনের ব্যয় সংকোচের অর্থ কি তা বলতে পারবেন
- অভ্যন্তরীণ ব্যয় সংকোচের সুবিধাদি বলতে পারবেন।
- বাহ্যিক ব্যয়-সংকোচ ধারণাটি ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

অভ্যন্তরীণ ব্যয় সংকোচ

কোন উৎপাদক প্রতিষ্ঠানের আয়তন বৃদ্ধি পেলে এর অভ্যন্তরে যে সমস্ত সুবিধাসমূহের সৃষ্টি হয় তাকে অভ্যন্তরীণ ব্যয় সংকোচ বলে। যে উৎপাদক প্রতিষ্ঠানের আয়তন যত বড় সে প্রতিষ্ঠান তত অধিক পরিমাণে অভ্যন্তরীণ ব্যয় সংকোচের সুবিধা ভোগ করে। তবে অভ্যন্তরীণ ব্যয় সংকোচ বলা হয় এজন্য যে এটা প্রতিষ্ঠানের সু-ব্যবস্থাপনার উপর নির্ভর করে। অতএব, অভ্যন্তরীণ ব্যয় সংকোচ কেবলমাত্র শিল্পকারখানাটির আয়তনের সম্প্রসারণের উপর নির্ভর করে না, অভ্যন্তরীণ সুব্যবস্থাপনার এখানে অবদান রয়েছে। যেহেতু এ সকল সুবিধা কারখানার অভ্যন্তর থেকে উদ্ভূত হয় এবং এতে বাইরের কোন প্রভাব থাকে না তাই এসব সুবিধাকে অভ্যন্তরীণ ব্যয় সংকোচ বলা হয়।

অভ্যন্তরীণ ব্যয় সংকোচের সুবিধাগুলি নিচে বর্ণনা করা হল ঃ

১. **শ্রম বিভাগের সুবিধা :** বৃহদায়তন উৎপাদক প্রতিষ্ঠানসমূহে একসঙ্গে বহু শ্রমিক কাজ করার সুযোগ পায়। তাই এখানে শ্রমবিভাগ প্রবর্তন সম্ভবপর হয়। শ্রম বিভাগের ফলে শ্রমিকের দক্ষতা বৃদ্ধি পায়, তাদের নৈপুণ্যের বিকাশ ঘটে। ফলে শ্রমিকদের উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়। কাজের উৎকর্ষতা বৃদ্ধি পায় এবং দ্রব্য প্রতি খরচ কম পড়ে।

২. **যন্ত্রপাতি কারিগরি সুবিধা :** বৃহদায়তন উৎপাদক প্রতিষ্ঠান পর্যাপ্ত মূলধন বিনিয়োগের মাধ্যমে সর্বাধুনিক যন্ত্রপাতি সংগ্রহ করে এবং উন্নত কারিগরি পদ্ধতি অনুসরণ করতে পারে। ফলে গড় উৎপাদন ব্যয় হ্রাস পায়।

৩. **ব্যবস্থাপনার সুবিধা :** উৎপাদক প্রতিষ্ঠান আয়তনে বড় হলে ব্যবস্থাপনার সুবিধা গড়ে তোলা যায়। আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহারের কারণে আয়তন বৃদ্ধির সাথে সাথে কর্মীর সংখ্যা সে পরিমাণে বাড়ে না। কম পরিমাণ দক্ষ কর্মীরা বৃহত্তর প্রতিষ্ঠান পরিচালনা করে। এতে উৎপাদন ব্যয় হ্রাস পায়।

৪. **বাণিজ্যিক সুবিধা :** বৃহদায়তন প্রতিষ্ঠান এক সঙ্গে অধিক পরিমাণ কাঁচামাল সুবিধামত সময়ে সস্তায় ক্রয় করতে পারে। ঠিক তেমনিভাবে উৎপাদিত পণ্য বিক্রয়ের জন্য গুদামজাত করা, এজেন্ট নিয়োগ করা, প্রচারণা চালানোর মাধ্যমে সুবিধামত দামে প্রচুর দ্রব্য বিক্রি করতে পারে। এতে বিক্রয় খরচ কম হয় এবং মুনাফা বৃদ্ধি পায়।

৫. **আর্থিক সুবিধা :** বৃহদায়তন প্রতিষ্ঠানের আর্থিক সঙ্গতি ও সুনাম অধিক, তাই তারা সহজ শর্তে ঋণ পায় এবং শেয়ার ও ডিবেঞ্চার বিক্রি করে প্রয়োজনীয় মূলধন সংগ্রহ করতে পারে এবং আধুনিক ব্যবস্থাপনা গড়ে তুলতে পারে।

৬. **ঝুঁকি হ্রাস :** বৃহদায়তন প্রতিষ্ঠানের পক্ষে উৎপাদন বহুমুখীকরণ ও বৈচিত্রমণ্ডিতকরণের মাধ্যমে ব্যবসায়িত ঝুঁকির পরিমাণ কমিয়ে আনা সম্ভব। নতুন নতুন পণ্য বাজার ছেড়ে গ্রাহকদের চাহিদা মেটাতে পারে। এতে ব্যবসায়িক সাফল্য অর্জন সহজতর হয়।

৭. **বিশেষজ্ঞের ব্যয় সংকোচ :** বৃহদায়তন প্রতিষ্ঠানে দক্ষ বিশেষজ্ঞ নিয়োগ করা সম্ভব হয়। এতে প্রতিষ্ঠানের সুনাম বৃদ্ধি পায় এবং কারবারের সাফল্য সুনিশ্চিত হয়।

বাহ্যিক ব্যয় সংকোচ

কোন শিল্পের প্রসার ঘটলে প্রতিষ্ঠান কতকগুলো সুবিধা ভোগ করে। শিল্প প্রতিষ্ঠানের আয়তন বৃদ্ধি পেলে ঐ শিল্পের অন্তগত ছোট-বড় সকল প্রতিষ্ঠানই একযোগে যে সুবিধা ভোগ করে তাকে বাহ্যিক ব্যয় সংকোচ বলে। অর্থাৎ শিল্পের আয়তন বর্ধিত হওয়ার অর্থ কারখানার সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়া বা নতুন নতুন কারখানা স্থাপন হওয়া। একটি শিল্পের আয়তন বাড়লে উক্ত শিল্পের অন্তর্ভুক্ত সকল প্রতিষ্ঠানই বাহ্যিক ব্যয় সংকোচের সুবিধা ভোগ করে। বাহ্যিক ব্যয় সংকোচের সুবিধাগুলি নিচে অলোচনা করা হল ঃ

১. **স্থানীয়করণজনিত সুবিধা :** শিল্পের স্থানীয়করণ ঘটলে ঐ শিল্পের অন্তর্গত ছোট-বড় সকল প্রকারের উৎপাদক প্রতিষ্ঠান স্থানীয়করণের সুবিধাসমূহ ভোগ করে। এতে উৎপাদনের ব্যয় হ্রাস পায়।

২. **বিশেষীকরণের সুবিধা :** শিল্পের আয়তন যত বৃদ্ধি পেতে থাকে ঐ শিল্পের অন্তর্গত প্রতিষ্ঠানসমূহের মধ্যে বিভিন্ন অংশ বৈচিত্রময় উৎপাদনে নিয়োজিত থেকে বিশেষ দক্ষতা অর্জন করতে পারে। যেমন আধুনিক বস্ত্র শিল্পে লক্ষ্য করা যায় যে কোন কোন প্রতিষ্ঠান কেবল সুতা উৎপাদন করে, এই সুতা বিভিন্ন প্রকারের হতে পারে, সেই সুতা ক্রয় করে কোন কোন প্রতিষ্ঠান বস্ত্র তৈরি করে। কোন কোন প্রতিষ্ঠান বিশেষ ধরনের বস্ত্র উৎপাদনে দক্ষ যেমন তোয়ালে তৈরি, গেঞ্জি তৈরি, চেক তৈরি, শাড়ী তৈরি, সার্টের কাপড় তৈরি প্রভৃতি। এমতাবস্থায় বস্ত্র শিল্পের বিভিন্ন মানের উৎপাদনের নৈপুণ্য বৃদ্ধি পায়। উৎপাদনে ভোক্তাদের আকর্ষণ বৃদ্ধি পায় এবং গোটা শিল্প উপকৃত হয়।

৩. **তথ্যের আদান-প্রদানের ব্যয় সংকোচ :** শিল্পের আয়তন বৃদ্ধির ফলে তথ্যের আদান-প্রদান ও সংবাদ সংগ্রহ বৃদ্ধি পায় এবং সহজতর হয়। বিভিন্ন উৎপাদন প্রতিষ্ঠান সম্মিলিতভাবে গবেষণা ও উন্নয়নমূলক কাজ পরিচালনা করতে পারে। ফলে সকল প্রতিষ্ঠান উপকৃত হতে পারে।

অনুশীলনী ৯.৩

১. অভ্যন্তরীণ ও বহিঃস্থ ব্যয় সংকোচ সুবিধা-অসুবিধাসহ বর্ণনা করুন।